মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১

গবেষণা বিভাগ
মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং
বাংলাদেশ ব্যাংক

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইলঃ masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং nazmun.mily@bb.org.bd তে পাঠানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৮৫৮.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৬০ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৪.২৩ শতাংশ) তুলনায় কম। *পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের কম প্রবৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৩৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৯.৯১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৬৮ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.০০ শতাংশের তুলনায় কিছুটা কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৩৭ শতাংশের তুলনায় বেশি। *কোভিড-১৯ এর চলমান প্রকোপের মধ্যেও পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২৩৩.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৩৬.৬৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৫ শতাংশ, যা উক্ত সময়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ২১.১৮ শতাংশের তুলনায় কম। *বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের স্বল্প প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ এবং ৫.৫৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ এবং ৬.০৫ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ের বৃদ্ধিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা। *কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ এবং সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির আওতায় রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার, ব্যাংক রেট ও CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে।*
- আমানত ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৯৯ শতাংশ ও ৭.১৮ শতাংশ। *বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২০.৫২ শতাংশ ও ৪৭.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৭৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২৪.৯৯ শতাংশ এবং ৬০.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১৬৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৬৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২২.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৮৩১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ (inflow) হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে বেশ কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৫৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬১৫৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গড়ে ৫ মাসের চলতি আমদানি ব্যয়ের সমান।
- ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ০.৩৫ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৮৫.৮০ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.১০ শতাংশ, যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১২.৩৭ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১১.০০ শতাংশ, যার বিপরীতে ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৬৮ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৩০ শতাংশের বিপরীতে ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বর'২১ শেষের তুলনায় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিসেম্বর'২১ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ হ্রাসের ফলে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৫৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৮৫৮.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ১.৬০ শতাংশ ও ৩.৬৮ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২.২৩ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৬০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৪.২৩ শতাংশ) তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের কম প্রবৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২১ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৪১ শতাংশ ও ১১.৫৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৩০.২২ শতাংশ ও ৯.৯৪ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

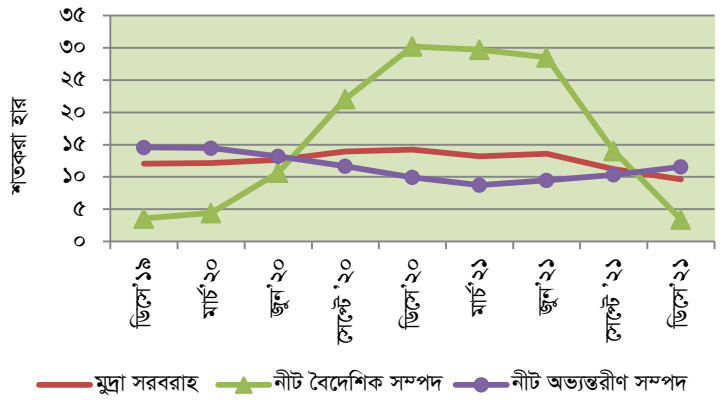

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪৬৮৯.০৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৩২১.৮৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.০১ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৩৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৯.৯১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি।

চিত্র-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

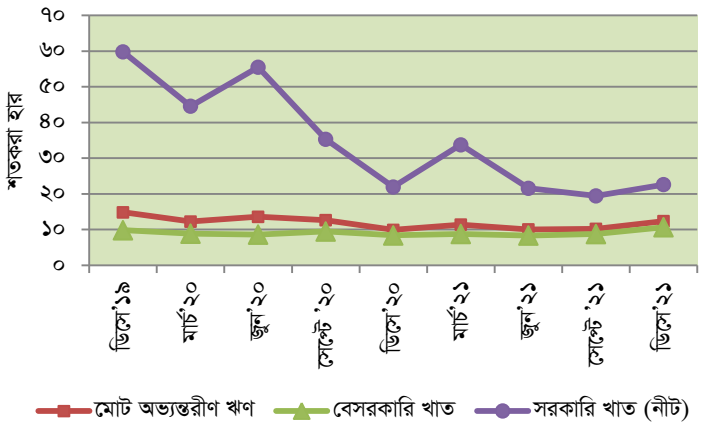

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষের তুলনায় ৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৪৫.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২১.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১২.২৭ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৮৪ শতাংশ এবং ২.৫৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৬৮ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.০০ শতাংশের তুলনায় কিছুটা কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৩৭ শতাংশের তুলনায় বেশি (চিত্র-২)। কোভিড-১৯ এর চলমান প্রকোপের মধ্যেও পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর ২০২০ শেষের ৮৩.৭০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৮২.৪৫ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৬৯১.৫৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১.২০ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৪১ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৩০.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যহারে কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২৩৩.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৩৬.৬৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৭.১১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৩৮৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (-) ৩০৯.৪১ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৬১৭.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে ১.৯৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৫৪৬.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৮.০৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০০.১৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৫ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ২১.১৮ শতাংশের তুলনায় কম (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের স্বল্প প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

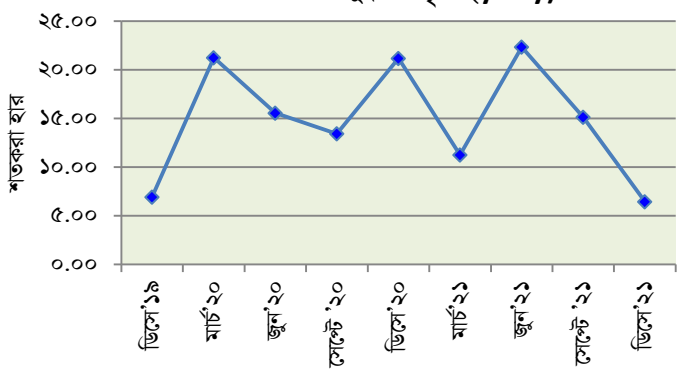

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২১ এবং ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন ও ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট তরল সম্পদের মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (unencumbered approved securities) এর পরিমাণ ৩২৫৬.৮৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৪.২৯ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৯৪১.৪৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২১.৪৮ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের (cash in hand) পরিমাণ ১৮৫.৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.২৩ শতাংশ) (চিত্র-৪ এবং ৫)। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির আওতায় রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার, ব্যাংক রেট ও CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট তরল সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৪ঃ মোট তরল সম্পদ

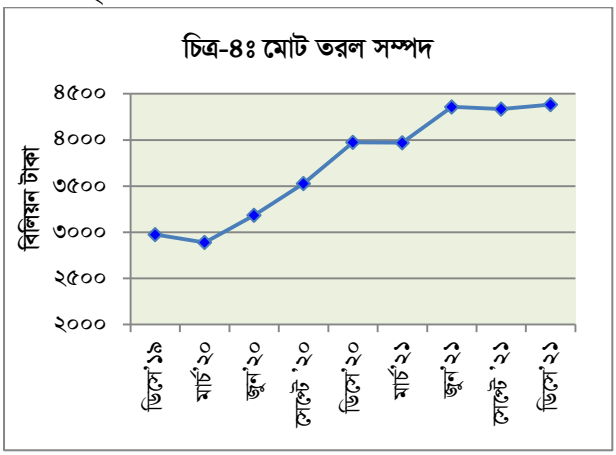

চিত্র-৫ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২১)

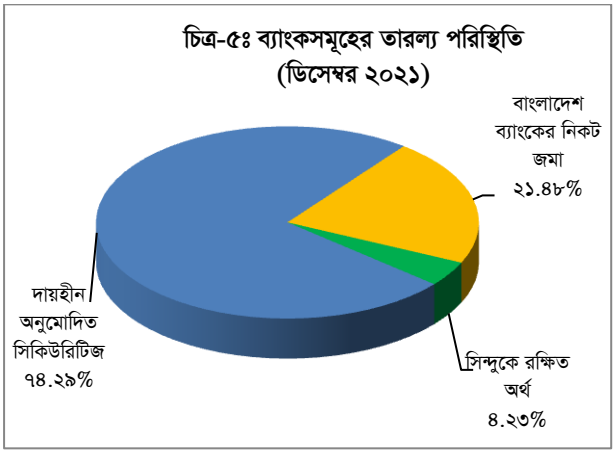

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২১ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৪.০৮ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৪.৫৪ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৯৯ শতাংশ। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.২৪ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.৬১ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১৮ শতাংশ। বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১৯ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ছিল ৩.১৬ শতাংশ।

চিত্র ৬-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

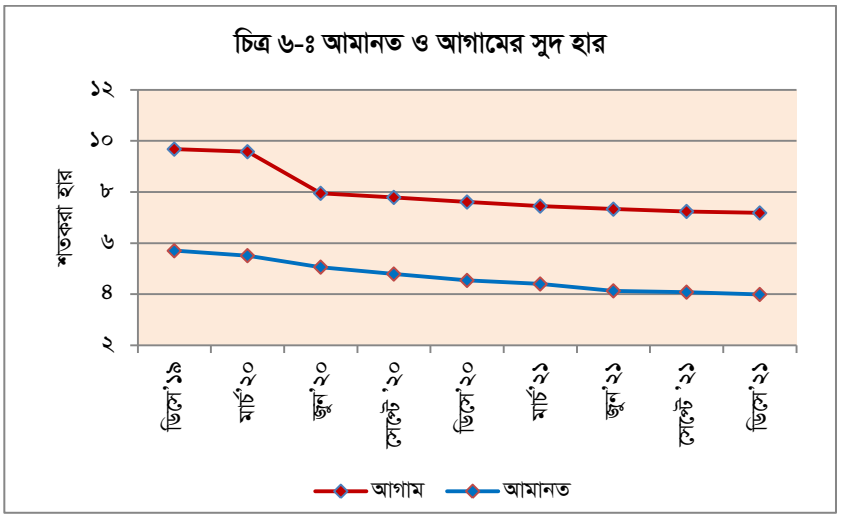

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ এবং ৫.৫৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ এবং ৬.০৫ শতাংশ। মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ের বৃদ্ধিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৩০ শতাংশ ও ৫.৯৩ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৯ শতাংশ ও ৫.৫২ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

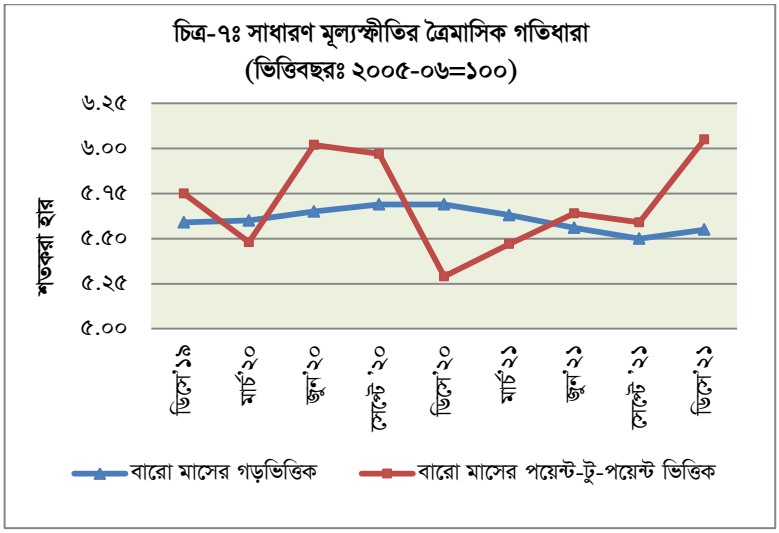

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৬ শতাংশ ও ৭.০০ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.২১ শতাংশ ও ৬.১৯ শতাংশ।

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমানেও কার্যকর রয়েছে।

কল মানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৫৮৪.৯২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩০৪৭.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫০.৪৭ শতাংশ বেশি। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ভারীত গড় সুদহার সেপ্টেম্বর'২১ শেষের ১.৯০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২১ শেষে ২.৬৬ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ৩.৫৬ বিলিয়ন টাকার ১২টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে বিশেষ রেপো হিসেবে ৫.৮৯ বিলিয়ন টাকার ১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ আলোচ্য এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৩৩১.৭১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৭.৫১ বিলিয়ন টাকার ২৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং বাকি ৪.২০ বিলিয়ন টাকা প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৯৫.১০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ২৫৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৭২.৮৫ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬১.৯৭ বিলিয়ন টাকার ৪২৫টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং বাকি ১০.৮৮ বিলিয়ন টাকা প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৯৯.৯০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৪১৬টি দরপত্র গৃহীত গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.৯৭৯৪ শতাংশ থেকে ৭.৯৭৬৯ শতাংশ এবং ২.৩৩০০ শতাংশ থেকে ৬.০৭০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৮৩.৪৪ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ৩০১.০২ বিলিয়ন টাকার ১৫২টি দরপত্র গৃহীত হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব নিলামে ৩৮৮.৭০ বিলিয়ন টাকার ২৬৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২০.৫২ শতাংশ ও ৪৭.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৭৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২৪.৯৯ শতাংশ এবং ৬০.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১৬৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১০.৬৭ শতাংশ এবং ২২.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৮৩১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP) ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ (inflow) হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে বেশ কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৫৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট), স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। তবে, আলোচ্য সময়কালে বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ৯৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৮), যা বর্তমানে ৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৩১৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের ৫.১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪০৮০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

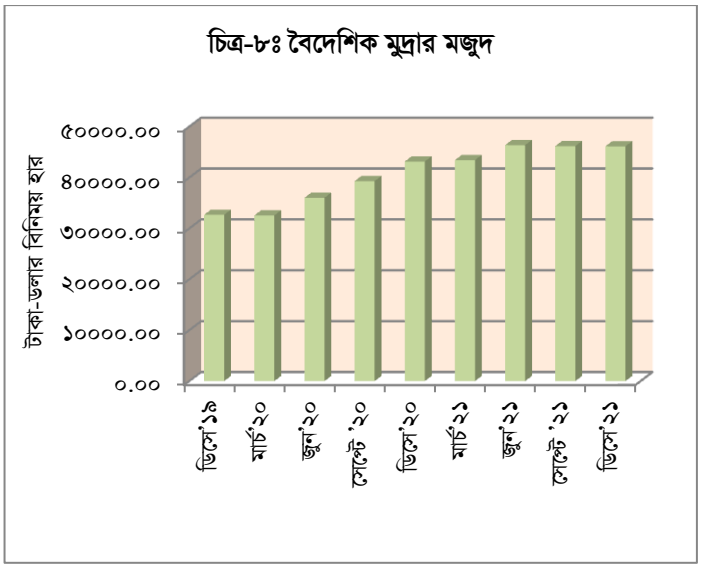

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা যথাক্রমে ০.৩৫ ভাগ এবং ১.১৭ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৮৫.৮০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৯)। সেপ্টেম্বর, ২০২১ এবং ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৮৫.৫০ এবং ৮৪.৮০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১৫৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করলেও কোন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ২০৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৯৪৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৭৯৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ২৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চিত্র ৯-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

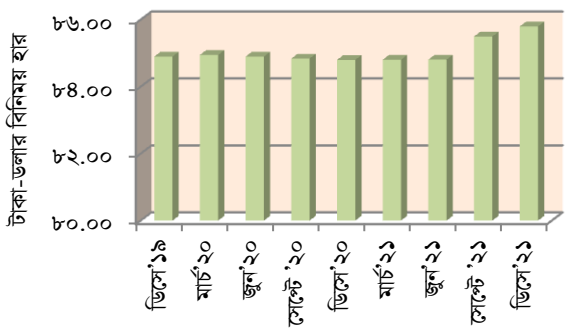

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate)

সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষের ১১৫.২২ থেকে ০.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫.৩৪ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪.২২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত বিনিময় হার সূচক বৃদ্ধি ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানে অবচিতির চাপ নির্দেশ করে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জানুয়ারি/২১ হতে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি/অর্থের ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ আদায় হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের ভবিষ্যত আদায় ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তর করতে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ২ শতাংশ অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ১.৫ শতাংশ জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি সিকিউরিটিজের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি এবং প্রাইমারি ডিলার (পিডি) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ধারণকৃত সরকারি সিকিউরিটিজের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদে তারল্য সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে প্রাইমারি অকশনে পিডি ব্যাংকসমুহের উপর devolveকৃত ও তাদের ক্রয়কৃত ট্রেজারি বিল/বন্ড জামানত রাখার বিপরীতে উক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যু তারিখ হতে ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের ক্ষেত্রে একনাগাড়ে ৩ মাস পর্যন্ত তারল্য সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত সিমেন্ট সিট, MS Steel Products, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, চা রপ্তানির বিপরীতে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ সুবিধা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

- ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর আওতায় একটি ব্যাংকের গ্রাহক ভিন্ন ব্যাংকের ATM ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে লেনদেন প্রতি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত সার্ভিস চার্জ সর্বোচ্চ ২০ টাকা, স্থিতি অনুসন্ধানের জন্য সর্বোচ্চ ৫ টাকা এবং ক্ষুদে বিবরণীর জন্য সর্বোচ্চ ৫ টাকা, তহবিল স্থানান্তরের জন্য সর্বোচ্চ ১০ টাকা এবং নগদ অর্থ জমার জন্য সর্বোচ্চ ২০ টাকা ফি/চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই চার্জ কার্ড ইস্যুয়িং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান এ্যাকোয়ারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- সিএমএসএমই খাতে বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বনিম্ন ২ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা এর পরিবর্তে যথাক্রমে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকায় এবং সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিকভাবে দেশের মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। এ সময়ে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্খিত গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশে কোভিড-১৯ মহামারীর অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির মধ্যেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদ এর ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২১	২০২১	২০২১	২০২০	২০২০	২০১৯	সেপ্টেম্বর'২১ এর	জুন'২১ এর	সেপ্টেম্বর'২০ এর	ডিসেম্বর'২০ এর	ডিসেম্বর'১৯ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'২১	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১	তুলনায় ডিসেম্বর'২০	তুলনায় ডিসেম্বর'২১	তুলনায় ডিসেম্বর'২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৯১.৫৫	৩৭৭৫.৮৯	৩৮২১.৭৯	৩৫৬৯.৭৭	৩৩১১.৫৮	২৭৪১.২৬	-৮৪.৩৪	-৪৫.৯০	২৫৮.১৯	১২১.৭৮	৮২৮.৫১
							-(২.২৩)	-(১.২০)	(৭.৮০)	(৩.৪১)	(৩০.২২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১২৫১৪.৮০	১২০৮২.২৮	১১৭৮৭.১৭	১১২১৭.০৭	১০৯৫০.৪৭	১০২০৩.১০	৪৩২.৫২	২৯৫.১১	২৬৬.৬০	১২৯৭.৭৩	১০১৩.৯৭
							(৩.৫৮)	(২.৫০)	(২.৪৩)	(১১.৫৭)	(৯.৯৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৫৩২১.৮৭**	**১৪৬৮৯.০৩**	**১৪৩৯৮.৯৯**	**১৩৬৩৫.৭৬**	**১৩৩২৯.৫৯**	**১২৪০৫.৯৯**	৬৩২.৮৪	২৯০.০৪	৩০৬.১৭	১৬৮৬.১১	১২২৯.৭৭
							(৪.৩১)	(২.০১)	(২.৩০)	(১২.৩৭)	(৯.৯১)
i) সরকারি খাত (নীট)	২৩৪৫.৪৪	২২৭৫.৪৫	২২১০.২৬	১৯১২.৮৩	১৯০৪.৯৯	১৫৬৮.৬১	৬৯.৯৯	৬৫.১৯	৭.৮৪	৪৩২.৬১	৩৪৪.২২
							(৩.০৮)	(২.৯৫)	(০.৪১)	(২২.৬২)	(২১.৯৪)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩৪৩.৯৬	৩০৬.৩৬	৩০০.১৭	৩০৯.৯০	২৯৩.৭৮	৩০৫.৮৬	৩৭.৬০	৬.১৯	১৬.১২	৩৪.০৬	৪.০৪
							(১২.২৭)	(২.০৬)	(৫.৪৯)	(১০.৯৯)	(১.৩২)
iii) বেসরকারি খাত	১২৬৩২.৪৭	১২১০৭.২২	১১৮৮৮.৫৬	১১৪১৩.০৩	১১১৩০.৮২	১০৫৩১.৫২	৫২৫.২৫	২১৮.৬৬	২৮২.২১	১২১৯.৪৪	৮৮১.৫১
							(৪.৩৪)	(১.৮৪)	(২.৫৪)	(১০.৬৮)	(৮.৩৭)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৮০৭.০৭	-২৬০৬.৭৫	-২৬১১.৮২	-২৪১৮.৬৯	-২৩৭৯.১২	-২২০২.৮৯	-২০০.৩২	৫.০৭	-৩৯.৫৭	-৩৮৮.৩৮	-২১৫.৮০
							(৭.৬৮)	-(০.১৯)	(১.৬৬)	(১৬.০৬)	(৯.৮০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৬২০৬.৩৫**	**১৫৮৫৮.১৭**	**১৫৬০৮.৯৬**	**১৪৭৮৬.৮৪**	**১৪২৬২.০৫**	**১২৯৪৪.৩৬**	৩৪৮.১৮	২৪৯.২১	৫২৪.৭৯	১৪১৯.৫১	১৮৪২.৪৮
							(২.২০)	(১.৬০)	(৩.৬৮)	(৯.৬০)	(১৪.২৩)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩৭৯৩.১১	৩৬৬৫.৬৭	৩৭৫৮.২৯	৩৩৬৩.৮৪	৩২৫৫.৪৫	২৭৫৯.৩৯	১২৭.৪৪	-৯২.৬২	১০৮.৩৯	৪২৯.২৭	৬০৪.৪৫
							(৩.৪৮)	-(২.৪৬)	(৩.৩৩)	(১২.৭৬)	(২১.৯১)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২১০৭.২৩	২০৯৬.১৮	২০৯৫.১৮	১৮৭৪.৬৩	১৮৯১.৯৮	১৫৬৫.৮৩	১১.০৫	১.০০	-১৭.৩৫	২৩২.৬০	৩০৮.৮০
							(০.৫৩)	(০.০৫)	-(০.৯২)	(১২.৪১)	(১৯.৭২)
ii) তলবি আমানত	১৬৮৫.৮৮	১৫৬৯.৪৮	১৬৬৩.১১	১৪৮৯.২১	১৩৬৩.৪৭	১১৯৩.৫৬	১১৬.৪০	-৯৩.৬৩	১২৫.৭৪	১৯৬.৬৭	২৯৫.৬৫
							(৭.৪২)	-(৫.৬৩)	(৯.২২)	(১৩.২১)	(২৪.৭৭)
খ) মেয়াদি আমানত	১২৪১৩.২৪	১২১৯২.৫০	১১৮৫০.৬৭	১১৪২৩	১১০০৬.৬	১০১৮৪.৯৭	২২০.৭৪	৩৪১.৮৩	৪১৬.৪০	৯৯০.২৪	১২৩৮.০৩
							(১.৮১)	(২.৮৮)	(৩.৭৮)	(৮.৬৭)	(১২.১৬)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩২৩৬.৬৬	৩২৩৩.৩৪	৩৪৮০.৭২	৩০৪০.৫৪	২৮০৮.২২	২৫০৯.১২	৩.৩২	-২৪৭.৩৮	২৩২.৩২	১৯৬.১২	৫৩১.৪২
							(০.১০)	-(৭.১১)	(৮.২৭)	(৬.৪৫)	(২১.১৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৫৪৬.০৭	৩৬১৭.৩	৩৬৬৯.১৭	৩৪১১.৮১	৩১৩৬.১৩	২৫৯১.১৩	-৭১.২৩	-৫১.৮৭	২৭৫.৬৮	১৩৪.২৬	৮২০.৬৮
							-(১.৯৭)	-(১.৪১)	(৮.৭৯)	(৩.৯৪)	(৩১.৬৭)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩০৯.৪১	-৩৮৩.৯৬	-১৮৮.৪৫	-৩৭১.২৭	-৩২৭.৯১	-৮২.০১	৭৪.৫৫	-১৯৫.৫১	-৪৩.৩৬	৬১.৮৬	-২৮৯.২৬
							-(১৯.৪২)	(১০৩.৭৫)	(১৩.২২)	-(১৬.৬৬)	(৩৫২.৭১)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৫৪.৬৪	৭২.৭৩	১৭২.৮৬	১৩.১৪	১২১.৮৭	৩৪৪.৩৮	-১৮.০৯	-১০০.১৩	-১০৮.৭৩	৪১.৫০	-৩৩১.২৪
সরকারের নীট ঋণ							-(২৪.৮৭)	-(৫৭.৯৩)	-(৮৯.২২)	(৩১৫.৮৩)	-(৯৬.১৮)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৬১৫৪.০০	৪৬২০০.০০	৪৬৩৯১.০০	৪৩১৬৭.০০	৩৯৩১৪.০০	৩২৬৮৯.২০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪৩৮৩.৭৪	৪৩৩৫.৯৪	৪৩৫৮.২৮	৩৯৭৫.০৩	৩৫২৮.১৮	২৯৭৪.৯১					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	৩২৫৬.৮৭	৩২০৯.৮৭	২৯৭০.৭৮	২৮০৪.৮৭	২৬১৭.১৬	২০৩১.৫৯					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৫.৮০	৮৫.৫০	৮৪.৮১	৮৪.৮০	৮৪.৮৪	৮৪.৯০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১৫.৩৪*	১১৫.২২	১১০.৫৫	**১১১.১৩**	**১১০.১১**	১০৯.৪৯					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৫৫	৫.৫০	৫.৫৬	৫.৬৯	৫.৬৯	৫.৫৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।